শিশু-কিশোর সিরিজ
আশরায়ে মুবাশশারা-১

ওহীর সংবাদ
ওরা জান্নাতী

হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযি.

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

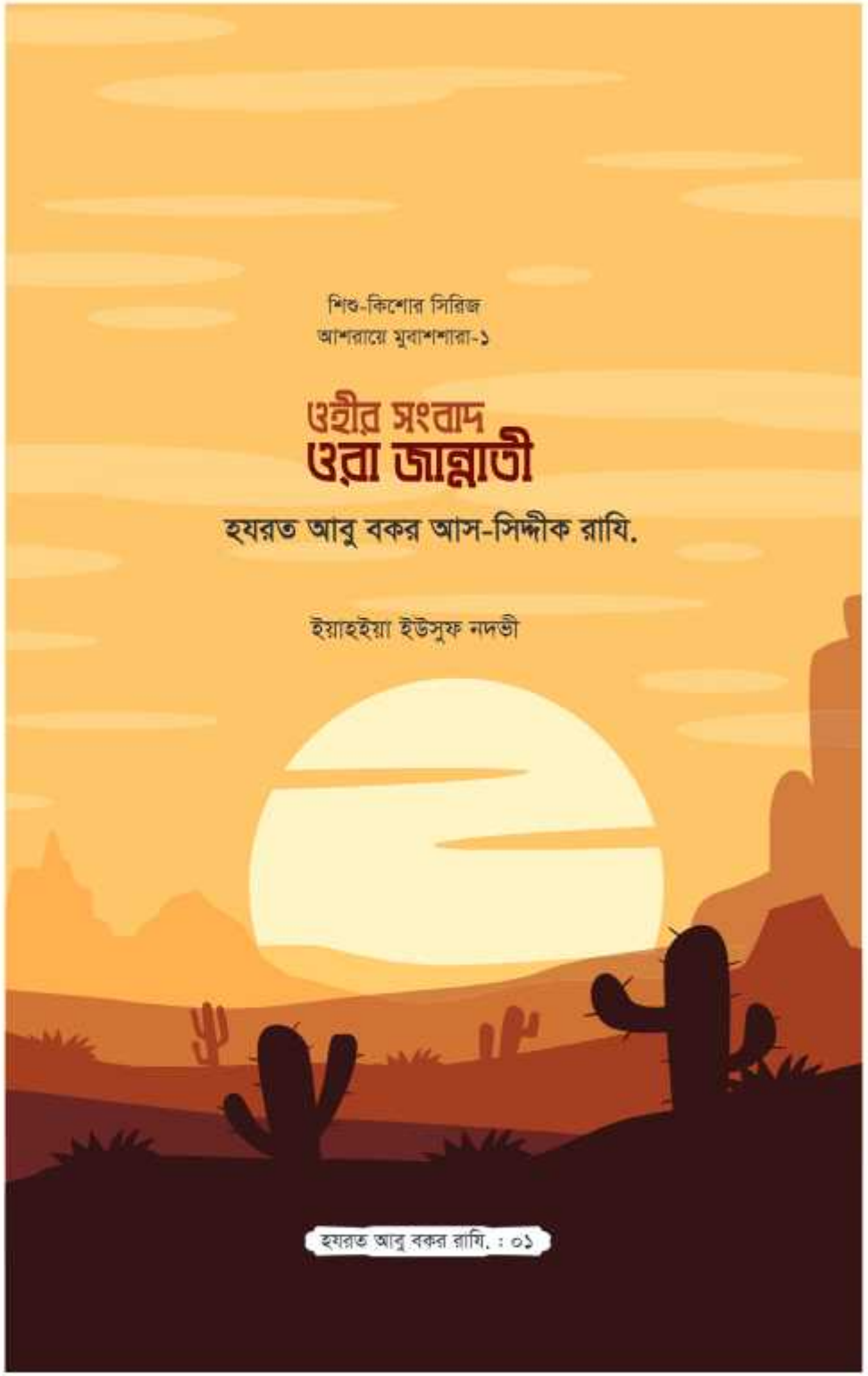

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

শিশু-কিশোর সিরিজ
আশরায়ে মুবাশশারা-১

ওহীর সংবাদ

ওরা জান্নাতী

হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযি.

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

ওহীর সংবাদ
ওরা জান্নাতী

হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযি.

রচনা ■ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
প্রথম প্রকাশ ■ ডিসেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ ও ইনার ■ মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ ■ শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক ■ রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩০৩৪৯, ০১৮৭২-৫৯৩০৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক ■ www.niyamahshop.com/rahnuma
যোগাযোগ : ০১৭৫৮-৭১৫৪৯২

মূল্য : ১৮০.০০ (একশো আশি টাকা মাত্র)

OHIR SONBAD : ORA JANNATI : HAZRAR ABU BAKAR AS-SIDDIK RD.
Written by. Yahya Usuf Nadwi
Market & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price: Tk 180.00. US $ 05.00 only.

ISBN: 978-984-93222-0-7
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnumabd.com

শুরুর কথা

মনে করো, ঘোষণা করা হলো—অমুক দ্বীপে যে যাবে তার জীবনের সকল দুঃখ মুছে যাবে, তার জীবনে সুখের সূর্য উঠবে।
তার মনে স্বস্তি ও শান্তিতে ভরে যাবে।
তাহলে বলো তো কে-না ছুটে যাবে সেই দ্বীপে?
কে-না তার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবে?

বন্ধু,
সে মানুষ কতো সৌভাগ্যবান, যাকে দুনিয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে,
তুমি যাবে জান্নাতে, জাহান্নাম তোমার জন্যে হারাম! জান্নাত তোমার চিরঠিকানা, চিরসুখের আবাস!
তাঁর সৌভাগ্য নিয়ে একটু ভেবে দেখেছো?
তাঁর সৌভাগ্যের কি কোনো সীমা আছে?
তাঁর সুখের কি কোনো শেষ আছে?
তাঁর আনন্দের কি কোনো শেষ আছে?

বন্ধু,
এমন কিছু সাহাবী আছেন, যাঁদেরকে প্রিয় নবী দিয়ে গেছেন জান্নাতের সুসংবাদ! হ্যাঁ, প্রিয় নবীজীর মুখ থেকে এই দুনিয়াতে বসেই তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন!
আহা, দুনিয়ায় বসে যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ পায়, তাঁদের আনন্দ, তাঁদের খুশি, তাঁদের সৌভাগ্য—আছে কি তার জুড়ি? নেই নেই নেই!
এখন এমন কিছু সাহাবীর কথাই আমরা তোমাকে বলবো।
তাঁদের সৌভাগ্যের কথা বলবো।

তাঁদের আনন্দের কথা বলবো।
তাঁদের সুখের কথা বলবো।
তাঁদের বর্ণাঢ্য জীবনের কথা বলবো।
তাঁদের উচ্ছল জীবনের কথা বলবো।
তাঁদের ত্যাগময় .. সাধনাময় জীবনের কথা বলবো।
নবীজীর সান্নিধ্য-পরশে তাঁদের সোনা হয়ে ওঠার কথা বলবো!

কিন্তু জানতে তো ইচ্ছে করে, কী সেই আমল, যা তাঁদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে গেছে?
প্রিয় নবীজীর মুখে যাঁদের জন্যে সুসংবাদ ঝরে ঝরে পড়েছে—
আকাশ থেকে ঝরা বৃষ্টির মতো?
গাছ থেকে ঝরা ফুলপাপড়ির মতো?
এসো, আমরা তাঁদের জানি। তাঁদের জীবনেতিহাসকে পড়ি।
তাঁদের মতো হতে চেষ্টা করি।
যাঁরা শ্রেষ্ঠ।
যাঁরা সুন্দর।
যাঁরা চিরস্বর্গবাসী।
হ্যাঁ, তাঁরাই আমাদের আশারায়ে মুবাশশারাহ!
তাঁদেরকে নিয়েই গাঁথবো এখন মালা! এর নাম দিয়েছি—

শিশু-কিশোর সিরিজ
ওহী'র সংবাদ : ওরা জান্নাতী

হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো!

-ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

সূচিপত্র

নবীপ্রেমিকদের সান্ত্বনা দানকারী—১১
থামো হে উমর!—১৩
এ আসলে ভালোবাসা—১৪
এলেন আবু বকর—১৪
প্রিয় উমরের অনুভূতি—১৭
তিনি আবু বকর—১৮
আবু বকর এমনই ছিলেন—১৯
সত্যের সাথে বন্ধুত্ব—২০
মহাসত্যের মহাপ্রকাশ কতো দূর—২১
দুইজনের একপথ—২২
দুইজনের এক মোহনা—২৪
বলে থাকলে সত্য বলেছেন—২৫
মুহাম্মদ মুগ্ধতা—২৬
এই তো আমার আলো—২৮
স্বাগতম হে শ্রেষ্ঠ উম্মতি—৩০
ইসলামময় আবু বকর
আবু বকরময় ইসলাম—৩১
দাওয়াতের ময়দানে—৩২
ইসলামের প্রাসাদের সূচনা-স্তম্ভ—৩৪
আবু বকরড়আবু বকরই—৩৬
আর নয় নমো নমো—৪১
বেলাল, বাড়ি আছো—৪৩

জুলুমের ভেতরে সবরের হাসি—৪৫
পাশেই আছেন আবু বকর—৪৭
বেলাল তোমার ত্রাতা কে—৪৯
ছুটে এসো এদিকে—৫০
সিদ্দীকে আকবার—৫১
যা বলেছেন সত্য বলেছেন—৫২
এই যে সিদ্দীক—৫৪
জুলুম বাড়ছে, মুক্তি কোথায়—৫৫
মুক্তির খোঁজে—৫৬
সবুজ শ্যামল হাবশায়—৫৭
সময় হবে কখন—৫৮
সময় হবে এখন—৫৯
আবু বকরের চোখে 'খুশি'—৬০
ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা—৬২
গারে সওরে—৬৩
ওই যে প্রিয় মদীনা—৬৫
মদীনার দিনগুলো—৬৭
পেছনের কথা—৬৯
প্রিয় বিরহের কান্না, নতুন দায়িত্ব—৭১
না, অসম্ভব!—৭২
প্রথম ভাষণের শব্দমালা—৭৩
জীবনচিত্র বদলায় নি—৭৫
জিহাদ চলবে—৭৬
বিদায় কি আসন্ন—৭৭
যেনো ছায়া অবিকল—৭৯
হে প্রিয়, হে আবু বকর—৮০

হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযি.

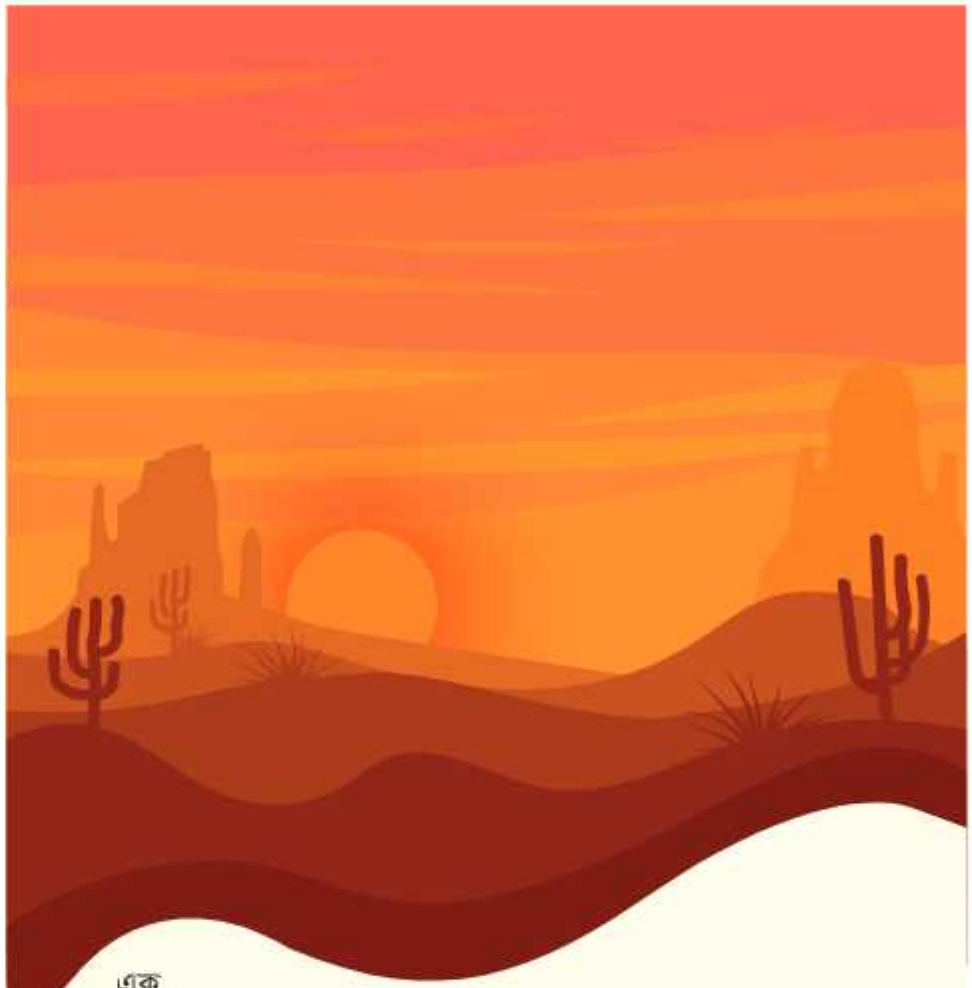

এক.

নবীপ্রেমিকদের সান্ত্বনা দানকারী

মুহূর্তেই জানাজানি হয়ে গেলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর নেই—মহান আল্লাহর সান্নিধ্য-পরশে চলে গেছেন! সর্বোত্তম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন তিনি!

খবরটা যাদের কানেই এলো তারাই প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। এতোদিন যারা নবুওতের আলোয় বাস করছিলেন, হঠাৎ করে তারা নবীহীন হয়ে গেলেন! এখন এই নবীহীন আলোহীন

মদীনার পরিবেশ কেমন করে সইবেন তারা? শোক-আকাশের সাঁঝ-আঁধারে শোকবৃষ্টির অবিরাম বর্ষণে তারা কি ভেসে যাবেন?

কী করে ভাবা যায়—
নবীজীর পবিত্র জবানে আর কোনোদিন কোনো কথা শোনা যাবে না!
তাঁর 'হ্যাঁ' শোনা যাবে না!
তাঁর 'না' শোনা যাবে না!
নবুওতের কণ্ঠ এখন স্তব্ধ—চিরনীরব!
নবীজীর ওফাতের খবর কেমনে সইবেন প্রিয় সাহাবীগণ?
সবার বুকে শোক-ব্যথা!
সবার চোখে শোক-ফোঁটা!
সবার দৃষ্টিতে পিতৃহীন এতিমের মমতা-তালাশি বোবা চাহনি!
নীরব-নীরব বোবা চোখে ঝরে-ঝরে পড়ছে নেই-নেই হাহাকারের বিগলিত অশ্রুধারা! কে মুছবে এখন নবীপ্রেমিকদের এই চোখের তপ্ত অশ্রু?
দূরের আকাশও শোকার্ত! কে মুছে দেবে ওই আকাশের বেদনা-সন্তাত অশ্রু?

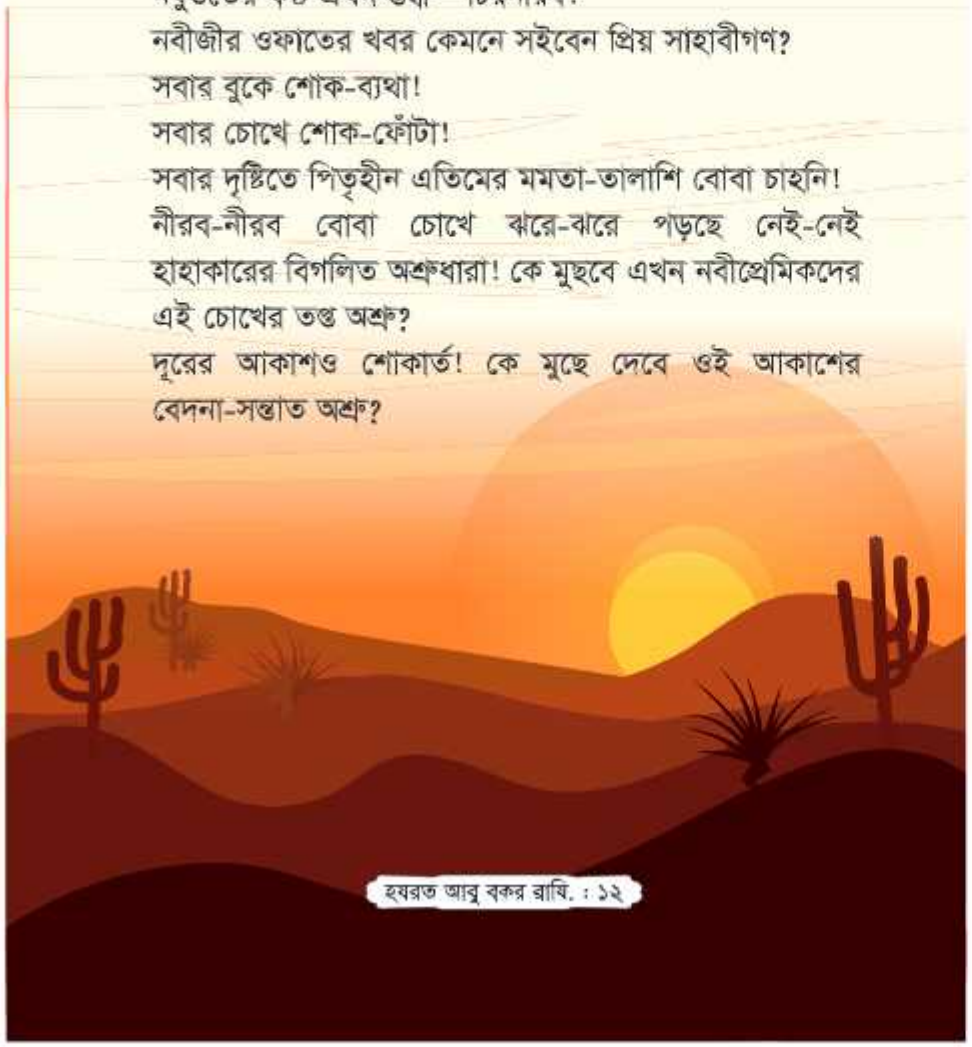

দুই.

থামো হে উমর!

ওই-যে হযরত উমর! বে-সামাল তাঁর অবস্থা। নবীপ্রেমের উত্তাল ঢেউ যেনো আছড়ে পড়ছে তাঁর হৃদয়-নদীর ভাঙা তটে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন ফাটল। সুঠাম দশাসই দেহটা কি ভেঙে পড়বে?
তাঁর হাতে নাঙা তলোয়ার।
তাঁর মুখে শোক-তাপে উষ্ণ রণ ঘোষণা—

إِنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ يَزْعَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَات، وَإِنَّه والله ما مات! وَلكِنَّه ذَهَبَ إِلى رَبِّه، كَما ذَهَبَ مُوْسى بنُ عِمْرانَ، والله لَيَرْجِعَنَّ رَسُوْلُ الله! فَلْيُقَطِّعَنَّ أَيْدي رِجالٍ وَأَرْجُلِهِم زَعَمُوْا أَنَّه مات!

'একদল মুনাফিক মনে করছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন! না, তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি! গেছেন তাঁর রব-এর কাছে—মূসা ইবনে ইমরানের মতো! অবশ্যই তিনি ফিরে আসবেন! যারা বলবে—'না', তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে'!

একটু বিরতি নিয়ে হযরত উমর উচ্চকণ্ঠে আবার গর্জে উঠলেন—

ألا لا أسمع أحدا من يقول: أن رسول الله مات فلقت هامته بسيفي هذا!

'সাবধান! যদি কাউকে বলতে শুনি যে, আল্লাহ্‌র রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তাকে শেষ করে দেবো আমার এই তলোয়ার দিয়ে!'

তিন.

এ আসলে ভালোবাসা

নবীজীর মৃত্যু সংবাদ সত্যিই প্রচণ্ড আঘাত করেছে হযরত উমরের মনে। এ-শোক সংবাদ তাঁকে ভীষণ কাতর করে তুলেছে! তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা এখন কাজ করছে না! তিনি কোনো ক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, নবীজীর মৃত্যু হয়েছে। কী করে নবীজী চলে যেতে পারেন সবাইকে ছেড়ে, এমন করে এতিম করে!

চার.

এলেন আবু বকর

এই বে-সামাল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতেই এক ভাবগম্ভীর প্রবীণকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। দেহ হালকা-পাতলা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা। পিঠটা একটু বাঁকানো। চেহারায় চিকচিক করছে ঘাম-চিহ্ন। চোখ দু'টি সামান্য কোটরাগত। ললাটদেশ (কপাল) বেশ প্রশস্ত। চোখে-মুখে ঝরে পড়ছে প্রজ্ঞা-প্রজ্ঞা বৃষ্টি। আশপাশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে তাঁর কষ্ট হলো না। চেহারায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার আবীর নিয়ে চলে গেলেন তিনি ভেতরে—নবীজীর শেষ সজ্জা—হযরত আয়েশার কামরায়। নবীজী শুয়ে আছেন চাদর-আবৃত অবস্থায়। তিনি চাদরটা সরালেন। তারপর তাঁর কপালে গভীর ভালোবাসায় একটি চুমু খেলেন তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললেন:

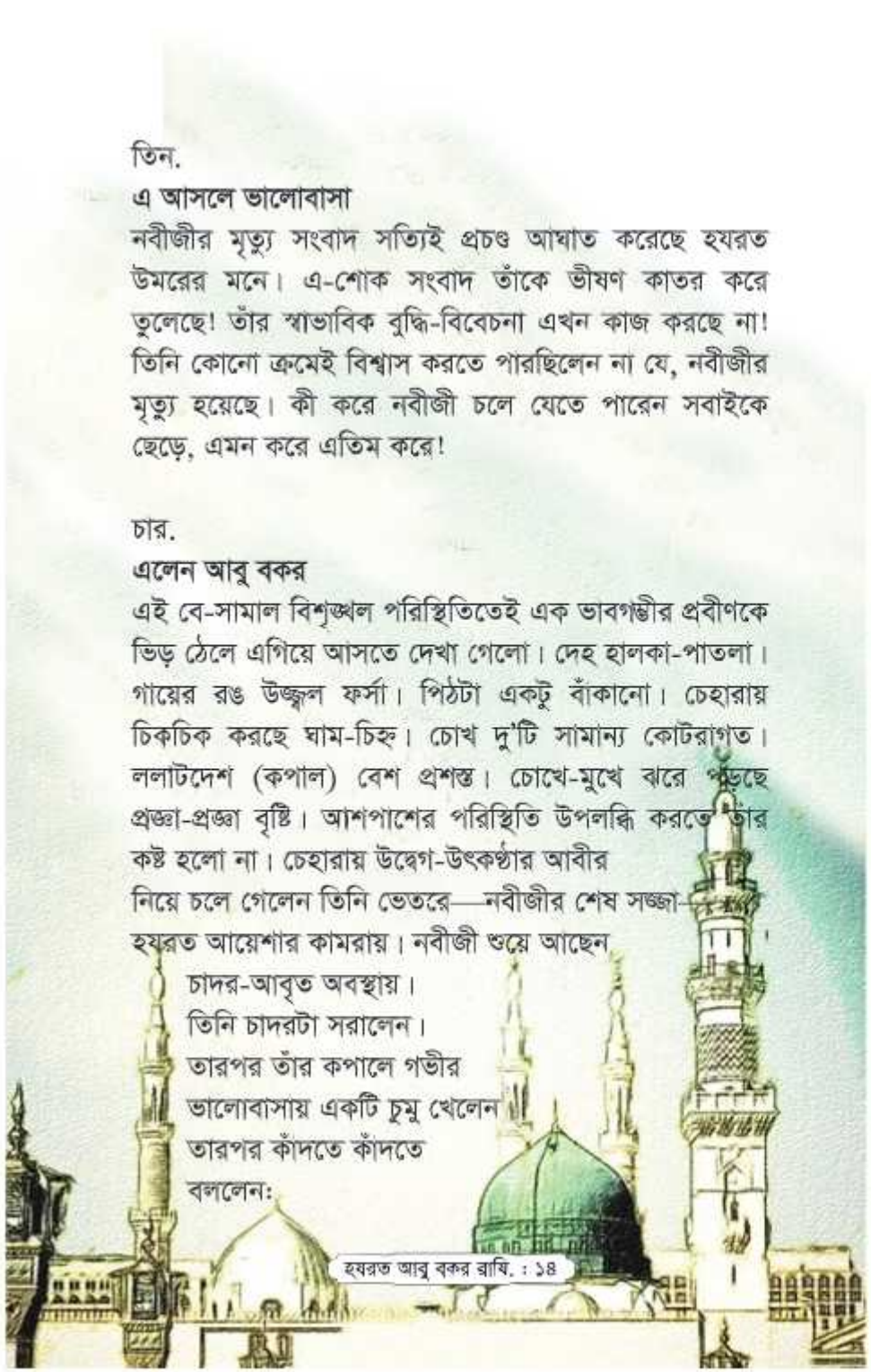

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا، إِنَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ عَلَيْكَ قَدْ مُتَّهَا.

'আপনার জন্যে আমার মা-বাবা উৎসর্গিত হোক! কতো সুন্দর আপনার জীবন! কতো সুন্দর আপনার মরণ! আল্লাহ্ আপনার জন্যে যে মৃত্যু লিখে রেখেছিলেন সে মৃত্যুকেই আপনি বরণ করে নিয়েছেন'!

এরপর তিনি নবীজীর চেহারা আবার ঢেকে দিলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন সমবেত জনতার সামনে। কিন্তু এখানে তো অবস্থা বে-সামাল! পারবেন কি তিনি সবার এই শোক প্রবাহকে থামাতে? এক্ষুনি পরিস্থিতি শান্ত না-করলে সাহাবীদের উত্তাল শোকাবেগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়তো কঠিন হয়ে পড়বে! তিনি চেষ্টা শুরু করলেন, কিন্তু পারলেন না, হিমশিম খেলেন। বিপদটা-যে অনেক বড়! কিন্তু পারতে-যে হবেই! এ-অবস্থা তো বেশিক্ষণ চলতে দেয়া যায় না! অবশ্যই এ-শোক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে! অবশ্যই উমরের তরবারিকে খাপে যেতে হবে! তিনি আরও উচ্চকণ্ঠ হলেন! আরও তেজোদীপ্ত হলেন। আরও জলদগম্ভীর হলেন। তাঁর কণ্ঠ এখন সিদ্দীকি দৃঢ়তায় বলিষ্ঠ। নবী-প্রেমে ব্যঞ্জনাময়। বললেন:

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، تَذَكَّرُوْا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللهُ الشّٰكِرِيْنَ."

‘কে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ-পূজারি শুনি? মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো মারা গেছেন! হ্যাঁ .. যারা আল্লাহর ইবাদত করতে, তাদের জন্যে তাঁর ইবাদতের দরোজা খোলা। কেননা আল্লাহ চিরঞ্জীব—তাঁর কোনো মৃত্যু নেই! স্মরণ করো কুরআনের আয়াত—মুহাম্মদ তো একজন রাসূল ছিলেন। তাঁর আগে অনেক রাসূল (এসে আবার) চলে গেছেন। সুতরাং তিনি মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত হলে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? কিন্তু মনে রাখবে, কেউ পেছনে ফিরে গেলে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না সে! আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকেই বিনিময় ও প্রতিদান দেন শুধু।’

-সূরা আলে ইমরান, ১৪৪

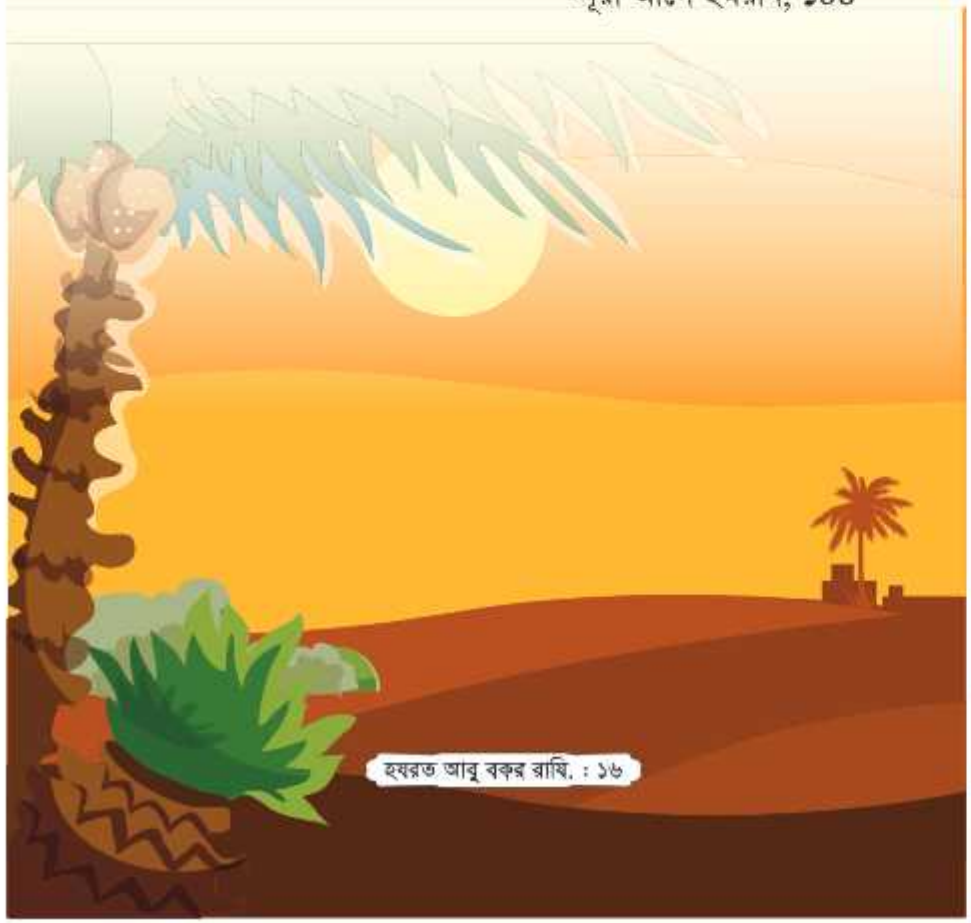

পাঁচ.

প্রিয় উমরের অনুভূতি

তিনি থামলেন। সবাই তখন নীরব-নিস্তব্ধ। থেমে গেছে বেদনাহত হৃদয়ের সব হাহাকার। সবাই তাকিয়ে আছেন কৃতজ্ঞতা-ছাওয়া চোখে এইমাত্র ভাষণ শেষ-করা ব্যক্তিটির দিকে! আর হযরত উমর! তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, লুটিয়ে পড়লেন সিজদায়—কাঁদতে কাঁদতে, বলতে বলতে:

لَكَأَنِّيْ لَمْ أَسْمَعْ هٰذِهِ الآيَةَ مِنْ قَبْلُ قَطُّ، إنا لِلّٰهِ وَانا إليه راجِعُوْنَ.

‘আমি কি ইতিপূর্বে এ-আয়াত কখনো শুনিই নি, এমনই তো মনে হচ্ছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!’